মৃগয়া

চিত্রা

31-8-34

মঞ্জুষা

চিত্র

কলিকাতা ৩২।৭, বিডন ষ্ট্রীট,
প্যারী প্রেস হইতে
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নদেরচাঁদ ও মহুয়া (দুর্গাদাস ও মলিনা)

মহুয়া

কুশীলব ঃ

নদেরচাঁদ	...	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
হুমড়ো সর্দ্দার	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
সুজন	...	ভূমেন রায়
মানিক	...	বোকেন চট্টো
রতন	...	অহী সান্ন্যাল
মাঝি	...	অনুপম ঘটক
পালঙ্ক	...	শ্রীমতী ফুল্লনলিনী
মহুয়া	...	শ্রীমতী মলিনা

কথা ও কাহিনী ... মন্মথ রায়

সন্ধ্যা

কর্ম্মী পরিচয় ঃ

পরিচালক	...	হীরেন বসু
চিত্রশিল্পী	...	সুবোধ গাঙ্গুলী
শব্দ-যন্ত্রী	...	লোকেন বসু, বাণীদত্ত
সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক	...	বিষণচাঁদ বড়াল
ব্যবস্থাপক	...	অমর মল্লিক

মহুয়া

দিন-শেষের অস্তমান্ সূর্য্য-কিরণে সন্ধ্যাকাশ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। বামকান্দার ক্ষীণকায় খালে এক সারি ডিঙ্গি দেখা দিল। দূর হইতে মাঝি-মাল্লাদের শব্দ শোনা যাইতেছিল—হেঁইও ··· হোঁ হেঁইও ··· হোঁ। শব্দ শুনিয়া মনে হয়—তাহারা সংখ্যায় প্রায় বিশ-ত্রিশ জন।

সবুজ গাছের কালো ছায়ার নীচে—জলের উপর নৌকাতে যাহাদের দেখা গেল—তাহারা গভীর অরণ্যবাসী বেদে। তাহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—বাহু দৃঢ়। তাহাদের সবল দেহের প্রত্যেক মাংস-পেশীর ভাঁজে ভাঁজে প্রচণ্ড শক্তির প্রমাণ। পুরুষ বলিতে যাহা মনে আসে—এই অরণ্য-বাসীদের দেখিলে তাহাই বোধ হয়।

নৌকা হইতে নামিয়া তাহারা গ্রামের পথ ধরিল। সঙ্গে তাহাদের রহিয়াছে মহুয়া, সুন্দরী মহুয়া। আজ এই মহুয়ার ভানুমতীর খেলা দেখাইয়া তাহারা গ্রামের জমিদার নদেরচাঁদের নিকট হইতে আশাতিরিক্ত পুরস্কার লাভ করিবে।

সেদিন ঝুলন-রাতি। নদেরচাঁদের রাসমঞ্চে চতুরালী যে প্রেমের দোলায় দুলিতেছিলেন, তরুণ নদেরচাঁদ এবং ভরাযৌবনা মহুয়ার বুকে সেই চিরন্তন দোলনের ঢেউ লাগিল। নদেরচাঁদ ভালবাসিল মহুয়াকে—মহুয়া দিল সেই ভালবাসার প্রতিদান। যে ভানুমতীর খেলা দেখাইতে আসিয়াছিল বেদের দল—তাহা হইল ব্যর্থ, তাহার বদলে যে খেলা হইয়া গেল তাহাতে বেদের দলের আশা রহিল অপূর্ণ, মন হইল ক্ষুব্ধ! জমিদার নদেরচাঁদ তাহার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিল সুন্দরী মহুয়ার প্রেমের বিনিময়ে!

মহুয়া নাকি বেদের মেয়ে নয়! বহুকাল পূর্ব্বে যখন রামকান্দার পূর্ব্ব জমিদার কীর্ত্তিধ্বজ বাঁচিয়া ছিলেন—তখন এই বেদের দলের সর্দ্দার হুমড়ো এই-গ্রামে আসে—সে তাহার অরণ্যবাসে ফিরিবার সময় জমিদারের একমাত্র সন্তান—শিশুকন্যাকে—হরণ করিয়া লইয়া যায়! নদেরচাঁদের পিতা জমিদার-পুরোহিত, সেই শিশুকন্যাকে উদ্ধার করিতে গিয়া দস্যু হস্তে প্রাণদান করেন।

কন্যাহারা জমিদার মৃত্যুকালে সকল সম্পত্তি নদের-চাঁদের হাতে দান করিয়া যান—কিন্তু এই কথাও বলিয়া যান যে, তাঁর শিশুকন্যাকে যদি কখনও পাওয়া যায়—সে যদি কোন দিন ফিরিয়া আসে, তবে সকল সম্পত্তি তাহারই হইবে। সুদীর্ঘ ষোল বৎসর পরে এই সংবাদ হুমড়ো সর্দ্দারের কানে পৌছিল। লোভ করিল হুমড়ো সার্দ্দরের মনে আশ্রয়—সে তাহার বিশ্বাসী অনুচরদের এবং মহুয়াকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মহুয়ার দাবীতে হুমড়ো হইবে জমিদার—এই ছিল তাহার মনের আশা—ভানুমতীর খেলা নিমিত্ত মাত্র।

কিন্তু হায়! মহুয়ার প্রেম হইল তাহার আশার পথে দুর্জ্জয় বাধা! ভানুমতীর খেলা রহিল অসমাপ্ত, মহুয়াকে লইয়া আশাহত হুমড়ো ফিরিয়া গেল জয়ন্তী পাহাড়ে।

* * * *

হুমড়োর প্রধান অনুচর সুজনের সহিত হইবে মহুয়ার মালাবদল—এই হইল স্থির।

* * * *

মহুয়ার সহিত সুজনের বিবাহ রাত্রি! সুজনের মন গভীর উল্লাসে পূর্ণ! কিন্তু হুমড়োর পালিত কন্যা পালঙ্ক কাঁদিতেছে—সুজনকে সে ভালবাসে! তাহার ভালবাসার ধন আজ অন্যের—তাহারই সখি মহুয়ার—হইয়া যাইবে! উৎসবরাত্রি তাহার কাছে পরম দুঃখের হইল!

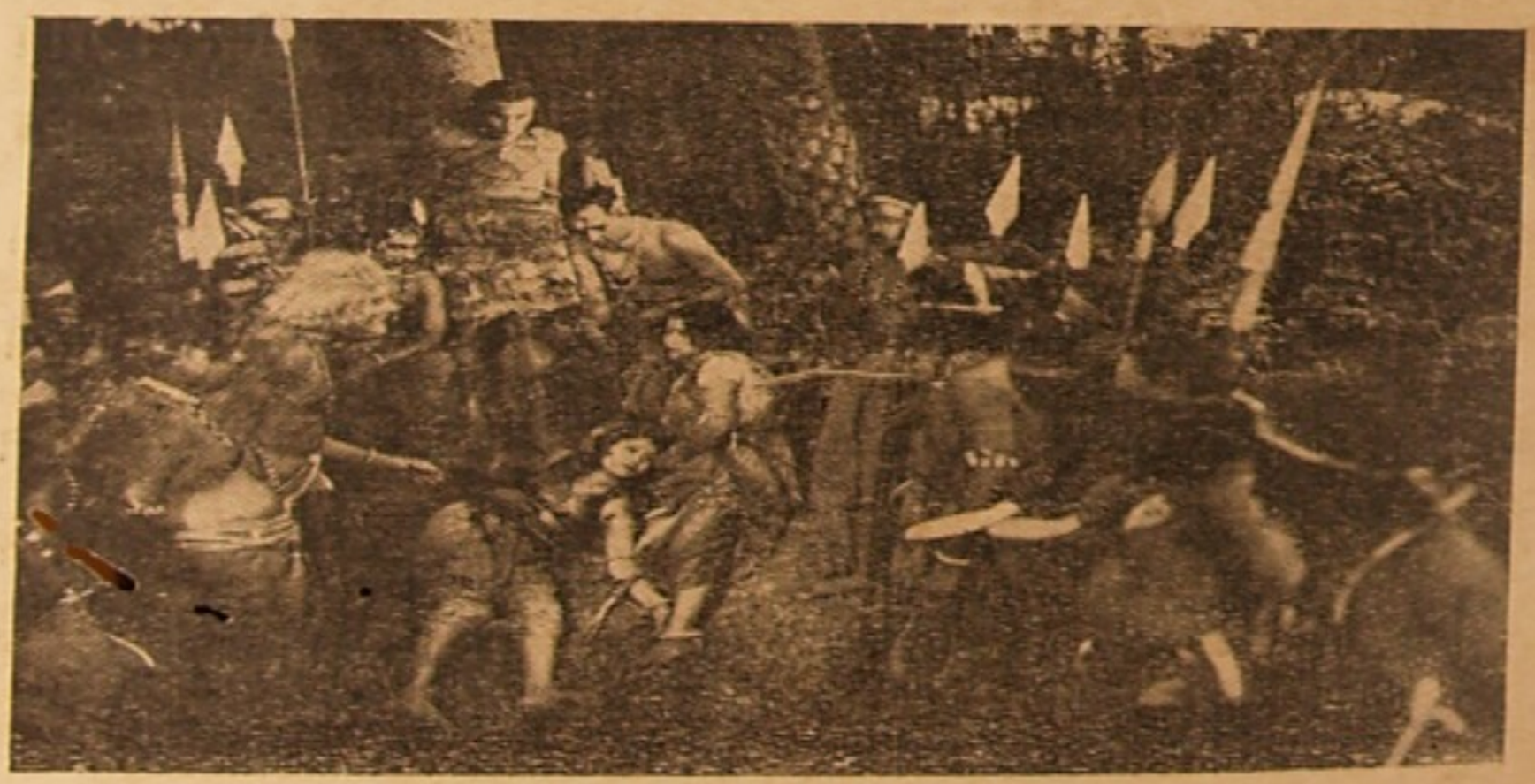

সুজন-মহুয়ার মিলন-রাত্রি তাহার চির-বিরহের আরম্ভক্ষণ !

কিন্তু এমন সময় জয়ন্তী পাহাড়ের গভীর অরণ্যের মাঝে, মদমত্ত বেদের দলের মধ্যে বিবাহ সভা হইতে মহুয়াকে লইয়া উধাও হইল কোন সে দুঃসাহসী জন ? নিশ্চিত মৃত্যুর আবর্ত্তে ঝাঁপ দিল কিসের লোভে সে ?

নদেরচাঁদ মহুয়াকে ভুলিতে পারে নাই। মৃত্যুপণ করিয়া সে মহুয়াকে তাহার আসন্ন বিবাহ বাসর হইতে উদ্ধার করিল ! মদমত্ত বেদের-দল হইল ক্ষিপ্ত, হুমড়োর

প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ! প্রতিহিংসায় হিংস্র বেদের-দল হইল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! উন্মত্ত বেদের-দল প্রেমিক-যুগলের পশ্চাতে ছুটিল।

ভগবানও যেন এই অসহায় প্রেমিক প্রেমিকার বিরুদ্ধ পক্ষ লইলেন! হুমড়ো সর্দ্দারের সঙ্গেই যেন তিনি যোগ দিলেন। দুইজনে চলিল সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে। প্রেম তাহাদের দিল দুর্জ্জয় শক্তি।

সামনে অন্ধকার। পিছনে ক্ষিপ্ত বেদের দল। দুইদিকে দুস্তর দুঃখ-জলধি! কিন্তু মহুয়া এবং নদেরচাঁদের মনে রহিয়াছে অসীম প্রেম, চোখে অফুরন্ত আশার আলো।

অবশেষে ভগবান যেন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মহুয়া এবং নদেরচাঁদের গভীর প্রেম তাঁহার মন গলাইল। তিন বৎসর তাহারা অজানা দেশে কপোত-কপোতীর মত বাসা বাঁধিয়া রহিল। মনে ভাবিল, তাহাদের দুঃখের রাত্রি শেষ হইয়া সুখ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। এই সুখ-সূর্য্য চিরকাল তাহাদের সকল অন্ধকার হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে!

কিন্তু হায়! মানবভাগ্যবিধাতা অন্তরালে বসিয়া সুখদুঃখের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। দিনের পর রাত্রি— প্রকৃতির ইহাই নিয়ম।

বেদের দল সন্ধানে ছিল। তিন বৎসর পরে তাহারা মহুয়া ও নদেরচাঁদের খোঁজ পাইল। কালবৈশাখীর ঝড়ের মত হঠাৎ একদিন হুমড়ো সর্দ্দারের দল সকল দিক্ অন্ধকার করিয়া মহুয়া-নদেরচাঁদকে আচ্ছন্ন করিল! নিষ্ঠুর বেদের দল অসহায় প্রেমিক-প্রেমিকাকে কঠিন বন্ধনে বাঁধিল! কপোত-কপোতীর সুখের নীড় ভাঙ্গিল!

মরিতে হইবে। মৃত্যু ছাড়া মর্ম্মর-কঠিন বেদের প্রতিহিংসার আগুণ নিভিবে না। কিন্তু মহুয়া

প্রেমের অপমান সহিতে পারিল না। সে নিজে লইল নিজের বিচারের ভার। শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিল নিজের বুকে! তাহার জীবনহীন দেহ পড়িল ধরার কোলে! অমর প্রেম অমর প্রাণের সহিত চলিয়া গেল অমরধামে।

উন্মত্ত বেদের দল হইল ক্রোধে অন্ধ—অসহায় নদেরচাঁদকে করিল তাহারা হত্যা! নদেরচাঁদ মরিয়া বাঁচিল! তার হুমড়ো সর্দ্দার—সে যে প্রতিহিংসা লইতে আসিল হয়ার উপর, সেই প্রতিহিংসার আগুন তাহারই জীবন ঙ্গার করিয়া গেল!

হুমড়োর সকল আশা পুড়িয়া গেল !

হুমড়োর প্রাণাধিক কন্যা গেল !

হুমড়ো মহুয়ার প্রাণহীন দেহ বুকে লইয়া উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে লাগিল—মহুয়া ফিরে আয়···
ফিরে আয়···

* * * * *

নীল-আকাশ ক্রমে তিমির ঘন হইয়া উঠিল। নদেরচাঁদ এবং মহুয়ার দুইহাত নীলকুমুদের রাখিতে বাঁধিয়া দিল পালঙ্ক। তাহাদের শেষ মিলন হইল মৃত্যু-সায়রের পরপারে।

মহুয়া

গান

(১)

(বেদে বেদেনীগণ)

লা চালাইয়া চহ্‌লো ভেইয়া
মহুয়া-মহুয়া—
আইলরে মাইয়া মোদেল্‌ !
আই আই দিখ্‌বি আইরে
চম্‌কে মাদোল,
নাচ্‌নী ঠম্‌কে, ঝুনঝুনিয়া—
দিখ বি আইরে ভান্‌মতী খেল্‌ !

উনিশ

(২)

(বেদে বেদেনীগণ)

তুরে কুত ভালবাসিরে !
তোর চাঁদ বদনে টীপ্ দিমু
সুনার মুখে ফুটবে হাসিরে ।
তোর লাগি বধুরে,
লিব ফুলের মধুরে,
তোদেল্ রূপেল্ বালাই লিয়ে—
মোদেল্ গলায় দিমু ফাঁসিরে ।

● ●

(৩)

(পালঙ্ক)

সখি, দেলো দোলা দোলনায় !
সুন্দর এলো তব আঙ্গিনায় ।
মঞ্জীরে তোল রিণি,
কঙ্কনে বাজুক ঝিনি ঝিনি,
অঞ্চল পাতি দাও পথ ধূলায় ॥

● ●

(৪)

(ভিখারী)

বিপিনে গোবিন্দ বাঁশীপুরে,
মন্দ বাঁশীপুরে ;
আমার আকুল অবশ তনুয়া—
(বাঁশীর রব শুনে)
তনু মন চিতে, নারি নিবারিতে,
আমার পরাণ হরিল কানুয়া !"
(সখিরে—বাঁশীর রব শুনে)

—'মহাজনীপদ'

● ●

(৫)

(মাঝি)

বন্ধুরে ! নাও বাও সকালে কেরে ভাই নাইয়া !
আমার অচীন বধূর সন্দেশ মিল্‌ব রে
জোরে চল্ চালাইয়া !
ঐ গেরামের পূবের দিকে ছিল যে তার দেশ,
এমনি ভোরে মোরে ছাইথা থাক্‌ত' অনিমেষ,
তার, কালো চক্ষের তারার লাইগ্যা রে ;
নিতি রইবাম চাইয়া ।

● ●

(৬)

(বেদেবেদেনীগণ)

ঢোলজানি—ঢোলজানি !
মোদেল্ মহুয়া—মোদেল্ সুজন
বিয়া অইব মাদোল আমদানী ।

(৭)

(মহুয়া)

আজি ফাল্গুন নিশি কেন সাধে !
বুঝি, পরাণপ্রিয় এলো সোণার চাঁদে ।
পথিকের পদধ্বনি,
বাজে বুঝি রিণিঝিণী,
চঞ্চলি চলে যায় আলেয়ার ছাঁদে ॥

(৮)

(পালঙ্ক)

মম যৌবন আজি জাগে ব্যাকুল বেদনাতে !
সাথী মম সাথী—
এসগো আজিকে মম আঙ্গিনাতে।
নিতি শুনি তব পদধ্বনি,
পথ চাহি যাচি আগমনী,
স্মৃতির মন্দিরে, মঞ্জীর বাজে,
অচেতন তনু মন প্রাণ জাগাতে ॥

(৯)

(মহুয়া ও পালঙ্ক)

দেলো সখি খুলে দেলো ঝুলন্ দোলনায় !
আজকে বুঝি কাঁদার পালা মনের আঙ্গিনায়।
মিছেই রে এ জোৎস্না মেলা,
মিছেই রে তোর প্রেমের খেলা,
সোণার চাঁদের বরণ বেয়ে আঁধার নেমে এলো হায় ॥

(১০)

(মহুয়া)

দোলে, দোলে দোলে অন্তর দোলা !
সে-দোলে দুলিল দ্বিতীয়া চাঁদ চিতমন-ভোলা ।
আজিকে মিলন এ বাসরে,
বাঁধিব তোমায় ফুলডোরে,
সায়রের নীলে ও নীলিমা, হবে চুমা উতলা ॥

THE NEW THEATRES LIMITED